Bangladesh Form No. 3701

HIGH COURT FORM NO.J (2)

HEADING OF JUDGMENT IN ORIGINAL SUIT/CASE

District- চট্টগ্রাম।

In the court of বোয়ালখালী সহকারী জজ আদালত, পটিয়া, চট্টগ্রাম ।

Present: জনাব মোঃ হাসান জামান**, সিনিয়র সহকারী জজ**

বৃহসপতিবার the ৩১ day of জুলাই **, ২০২২**

Other Suit No. ১২৭ / ২০২১

ছবুরা খাতুন Plaintiff (s)/ Petitioner(s)

-Versus-

আবুল কালাম গং Defendant (s)/ Opposite Parties

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ,
বোয়ালখালী সহকারী জজ. আদালত, পটিয়া
চট্টগ্রাম।

This suit/ case coming on for final hearing on ০৫/০৪/২০১৬ খ্রিঃ, ১৮/০৪/২০১৬ খ্রিঃ, ৩১/০১/২০১৭ খ্রিঃ, ১৪/০৯/২০১৭ খ্রিঃ; ১৬/১০/২০১৭ খ্রিঃ; ০৮/০৮/২০১৭ খ্রিঃ ; ২৭/০২/২০১৮ খ্রিঃ; ২৭/০৩/২০১৮ খ্রিঃ ; ০৭/০৫/২০১৮ খ্রিঃ ;; ০৪/০৬/২০১৮ খ্রিঃ ;২৮/০৩/২০২২ খ্রিঃ ও ১৯/০৪/২০২২ খ্রিঃ ।

In presence of

জনাব বলরাম কান্তি দাশ Advocate for Plaintiff/ petitioner

জনাব এ.কে.এম শাহজাহান উদ্দিন Advocate for Defendant/ Opposite party

and having stood for consideration on this day, the court delivered the following judgment:-

ইহা স্থাবর সম্পত্তির বিভাগ ও পার্টিশান এ্যাক্ট এর ৪ ধারা মতে Buy up এর ডিক্রির প্রার্থনায় আনীত একটি দেওয়ানী মোকদ্দমা।

বাদীপক্ষ বিগত ১২/০২/২০১০ ইং তারিখে যুগ্ম জেলা জজ পটিয়া, চট্টগ্রাম আদালতে অত্র মামলাটি দায়ের করিলে তা অপর ৪৬/২০১০ নম্বর মামলা হিসাবে রেজিষ্ট্রিভুক্ত করা হয়। পরবর্তীতে মাননীয় জেলা জজ, চট্টগ্রাম মহোদয়ের বিগত ১৫/০২/২০২১ ইং তারিখের ৬১ নং প্রশাসনিক আদেশের মর্মমতে উক্ত মামলাটি অত্র বোয়ালখালী সহকারী জজ আদালত, পটিয়া চট্টগ্রামে বদলী করা হয়, যা অপর ১২৭/২০২১ নম্বর মামলা হিসাবে রেজিষ্ট্রিভুক্ত করা হয়।

বাদীপক্ষের মোকদ্দমার বিবরণ সংক্ষেপে এই যে,

১) নালিশী আর এস ২০৭০ নং খতিয়ানের আর এস ১১৮০৬, ১১৮১১, ১১৮১৪, ১১৮৪৬ ও ১১৮৪৮ নং দাগের ৩৪ শতক ভুমির মালিক ছিলেন আহমদর রহমান। তার দুই স্ত্রীর মধ্যে ১ম স্ত্রী বাছন বিবির গর্ভে এক পুত্র হাবিবুর রহমান ও ২য়

স্ত্রীর গর্ভে দুই কন্যা যথা আয়শা খাতুন ও ছবুরা খাতুন জন্ম লাভ করে। কন্যা ছবুরা খাতুন পিতার আমল হতেই নালিশী সম্পত্তিতে স্বপরিবারে বসবাস করে আসিতেছে। আহমাদুর রহমানের মৃত্যুতে তাহার ত্যাজ্যবিত্তে পুত্র হাবিবুর রহমান $\frac{৭}{১৬}$ অংশ, দুই কন্যা আয়শা খাতুন ও ছবুরা খাতুন প্রত্যেকে $\frac{৭}{৩২}$ অংশ এবং স্ত্রী গোলবানু $\frac{২}{১৬}$ অংশ প্রাপ্ত হয়। গোলবানুর জীবদ্দশায় কন্যা আয়শা খাতুনের মৃত্যুতে গোলবানু $\frac{১}{৬}$ অংশ লাভ করে। এভাবে গোলবানু সর্বমোট $\frac{৩১}{১৯২}$ অংশের মালিকানা অর্জন করেন। উক্ত গোলবানুর মৃত্যুতে তৎস্বত্ব বাদী প্রাপ্ত হয়।

২) অন্যদিকে আয়শা খাতুন এর অবশিষ্ট $\frac{৫}{৬}$ অংশ তৎ ওয়ারীশ পুত্র মোহাম্মদ শরীফ ও কন্যা রাফিয়া প্রাপ্ত হয়। মোহাম্মদ শরীফ মরনে তৎস্বত্ব কন্যা ২ ও ৩ নং বিবাদী প্রাপ্ত হয়। ২-৪ নং বিবাদীগণ তাদের স্বত্ব আপোষে বাদীর বরাবর ত্যাগ করে।

৩) হাবিবুর রহমান এর পুত্র আহমদ ছফা পিতার জীবদ্দশায় মৃত্যুবরণ করে। পরবর্তীতে হাবিবুর রহমান এর মৃত্যুতে আহমদ ছফার কন্যা তাহেরা বেগম $\frac{৭}{৪৮}$ অংশ, স্ত্রী নূর বানু $\frac{৭}{৩২}$ অংশ এবং কন্যা নূর নাহার $\frac{৭}{৯৬}$ অংশ প্রাপ্ত হয়। উক্ত তাহেরা বেগম তাহার স্বত্বাংশ বাদী বরাবর ত্যাগ করে। এভাবে বাদী নালিশী তফসিলোক্ত সম্পত্তিতে $\frac{১৩৬}{১৯২}$ বা $\frac{১৭}{২৪}$ অংশের মালিকানা লাভ করে।

৪) নূর বানু মরনে ৫ নং বিবাদী নূর নাহার ওয়ারীশ থাকে। ফলে নূর নাহার নালিশী সম্পত্তিতে $\frac{৭}{২৪}$ অংশের মালিকানা লাভ করে। হাবিবর রহমান এর মৃত্যুতে তার স্ত্রী নূর বানু কে অত্র বাদী ও তার পুত্রগণ একান্নে রাখিয়া সেবা-যত্ন করিত। ৫ নং বিবাদীর মাতা নূর বানুর মৃত্যুর আগে নালিশী বাড়ি এই বাদিনী বরাবর ত্যাগ করেন। বাদিনী ৫ নং বিবাদীর প্রাপ্ত অংশ খরিদের প্রস্তাব করিলে ২৬/০১/২০০৭ ইং তারিখে তাদের মধ্যে অরেজিষ্ট্রিকৃত বায়নানামা সম্পাদিত হয়। বায়না বাবদ ৪০০০/- টাকা গ্রহন করে। এ উপলক্ষে ৫ নং বিবাদী ১,১২,০০০/- টাকার মত গ্রহন করে। ৫ নং বিবাদী নূর নাহার বেগম কখনো নালিশী সম্পত্তিতে ভোগদখলে ছিলেন না। বাদিনী পূর্ব হতে নালিশী সম্পত্তিতে গৃহাদি বন্ধনে পুকুরে মৎসাদি জিয়ানে শিকারে ভোগদখলে আছেন। নালিশী সম্পত্তি বাদিনীর স্বত্ব দখলীয় বাড়ি ভিটি ও পুণী ভুমি।

৫) ৫ নং বিবাদীর সাথে বাদিনীর বায়নানামা থাকাবস্থায় ৫ নং বিবাদী গোপনে ১৩/০১/২০১০ ইং তারিখে তাহার অংশ বিক্রয় করে দেয়। ১৫/০১/২০১০ ইং তারিখে বিবাদী বাদিনীকে নালিশী সম্পত্তি থেকে বেদখলের চেষ্টা করিলে তখন বাদিনী উক্ত কবলা বিষয়ে জানতে পারে। ২৫/০১/২০১০ ইং তারিখে বাদিনী তর্কিত কবলার সহিমুহুরী নকল সংগ্রহন পূর্বক খরিদ বিষয়ে সম্যক অবগত হয়। বাদিনী ২৭/০১/২০১০ ইং তারিখে নালিশী সম্পত্তির বিভাগ ও Buy up দাবি করিলে বিবাদীগণ তা প্রত্যাখ্যান করে। উক্ত প্রেক্ষিতে বাদিনী আরজির ১(ক) তফসিল বর্নিত সম্পত্তিতে $\frac{১৭}{২৪}$ অংশ সাহাম প্রার্থনায় এবং ১(খ) ও ১(গ) তফসিলী ভুমি সংক্রান্তে Buy up চেয়ে অত্র মামলা দায়ের করেন।

৬) <u>১ নং বিবাদী পক্ষ লিখিত জবাব দাখিল পূর্বক মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। উক্ত বিবাদীর মোকদ্দমার বিবরণ সংক্ষেপে এই</u>

নালিশী আর এস ২০৭০ নং খতিয়ান সম্পত্তির মালিক ছিল আহমাদুর রহমান এবং ২০৭০/১ নং খতিয়ানভুক্ত সম্পত্তির মালিক কালা মিয়া। উক্ত কালা মিয়া মরনে ২ পুত্র আব্দুল হাকিম, আব্দুল রহমান ও ৩ কন্যা মেহরাজ খাতুন, লেদা খাতুন ও হাজেরা খাতুন ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। আব্দুল হাকিম মরনে ১ নং বিবাদী ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। অপর আর এস রেকডী আহমাদুর রহমান মরনে এক পুত্র হাবিবুর রহমান থাকে। উক্ত হাবিবুর রহমান গত ২২/০৩/১৯৫৪ ইং এবং ৩১/০৩/১৯৫৪ ইং তারিখে ৩ খানা দানপত্র মূলে স্ত্রী মোসাম্মৎ নূর বানু বরাবর স্বত্ব হস্তান্তর করেন। নূর বানু মরনে কন্যা নূর নাহার ওয়ারীশ থাকে। নুর নাহার বিগত ১৩/০১/২০১০ ইং তারিখে কবলামুলে তৎ স্বত্বাংশ ১ নং বিবাদী বরাবর হস্তান্তর করেন। নালিশী তফসিলী ভুমি বিবাদীর পৈত্রিক বসত ভিটি হয়। আর এস ১১৮১১ দাগে পুনী ভুমির জলীয় অংশে মৎসাদি জিয়ানে পাড় অংশে খরিদসূত্রে এবং ১১৮১৪ দাগে পৈত্রিক বসত ভিটিতে বসত গৃহে বসবাস করিয়া আসিতেছে। আর এস ১১৮৪৬ দাগের বাঁশ ঝাড় রোপনে ছেদনে ভোগ দখল করিয়া আসিতেছে। এভাবে নালিশী তফসিলোক্ত ভুমিতে ১ নং বিবাদী মৌরশী ও খরিদসূত্রে স্বত্ববান ও ভোগদখলকার আছেন। যার প্রেক্ষিতে বাদিনী বিবাদীকে আগুন্তক ব্যাখ্যায় কোন প্রকার বাই আপ ডিক্রী পাবার হকদার নন।

৭) ১ নং বিবাদীর মোকদ্দমার আরো বক্তব্য হলো আর এস ১১৮১১ দাগের ১২ শতক ভুমি জলে পাড়ে পুকুর এবং ১১৮১৪ দাগের ২৩ শতক ভুমি বাড়ি ভিটি এবং ১১৮৪৮ দাগের ১৪ শতক খাই ভুমি আর এস ২০৭০ ও ২০৭০/১ নং খতিয়ানে জরিপ ছুড়ান্ত আছে। অর্থাত একই দাগের ভুমি কয়েকটি খতিয়ানে ছুড়ান্ত আছে। আর এস ২০৭০ খতিয়ানের ১১৮১১ দাগে ৩ শতক, ১১৮১৪ দাগে ১২ শতক ও ১১৮৪৮ দাগে ৪ শতক ভুমি আহমাদুর রহমান এর নামে জরিপ আছে। অপরদিকে আর এস ১১৮১৪ দাগের বাকী ১১ শতক বাড়ি ভিটি এবং ১১৮১১ দাগের পুকুরের ২ শতক জমি কালা মিয়ার নামে ২০৭০/১ ও ১৩২০ নং আর এস দখতিয়ানে ছুড়ান্ত আছে। ইহাতে বুঝা যায় যে, পুকুর ও বাড়ি ভিটিতে আহমাদুর রহমানের সহিত কালা মিয়াও একজন শরীকদার ছিলেন। দাগের ভুমি সম্পর্কে খতিয়ান পৃথক হলেও দাগ বিভক্ত হয়নি বরং দাগে এজমালিতে কালা মিয়া ও আহমাদুর রহমান এবং অন্যান্যরা স্বত্ববান ও দখলকার ছিলেন। সুতরাং নালিশী সম্পত্তিতে এজমালিতে কালা মিয়াও একজন শরীকদার ছিলেন। সে হিসাবে ১ নং বিবাদী নালিশী বসত ভিটিতে ও পুকুরে কালার ওয়ারীশ হিসাবে এজমালিতে শরীকদার ও দখলকার বটে। ১ নং বিবাদীর পূর্ববর্তীর নামে বি এস ২৩৫০১ দাগের ১১ শতক সম্পর্কে বি এস ৪৩৮ নং খতিয়ান এবং বাদীর নামে ২৩৫০১ দাগের বাড়ি সম্পর্কে তৎ শরীকদার সহ ১২ শতক ভুমি সম্পর্কে বি এস ২২৩৬ নং খতিয়ান ছুড়ান্ত আছে। উল্লেখ্য বি এস ২৩৪৯৩ ও ২৩৫৩৭ দাগে বাদী বা বাদীর পূর্ববর্তীর কোন স্বত্ব দখল নাই। উক্ত দুই দাগের জমি আনু মিয়ার এওয়াজ প্রাপ্ত জমি। তৎমতে বিএস খতিয়ানের মন্তব্য কলামে ছুড়ান্ত প্রচার আছে। বাদী নালিশী দাগাদির সকল খতিয়ান আর্জিভুক্ত করে নাই। ফলে বিভাগের মোকদ্দমা অচল।

৮) নালিশী বি এস ২২৩৬ খতিয়ানের বি এস রেকর্ডী মোঃ শরীফ মরনে ২ নং বিবাদী জান্নাতুল ফেরদৌস ওয়ারীশ থাকিয়া তৎ বৈধ প্রয়োজনে ২৫/৭/২০১২ ইং তারিখে ২৭৭৯ নং কবলামূলে নালিশী দাগাদির আন্দরে ৪ শতক জমি ১ নং বিবাদীর স্ত্রী রাশেদা বেগম এর নিকট হস্তান্তর করেন। যার ফলে রাশেদা বেগম ও ১ নং বিবাদী একত্রে মৌরশী ও খরিদা সূত্রে নালিশী দাগাদির ভুমিতে স্বত্ববান ও ভোগদখলকার আছেন। ১ নং বিবাদীর বায়া নুর নাহার বেগম নিজ নামে পৃথক নামজারি খতিয়ান সৃজন করায় বাদী নিজেকে শরীকদার দাবি করিতে পারে না। ফলে ১ নং বিবাদী ও তার স্ত্রীর খরিদা ভুমিতে বাদী কোন প্রকার বাই আপ এর ডিক্রী পেতে পারে না। এমনকি আর এস ১১৮১১ দাগের পুকুরের ও ১১৮৪৮ দাগের খাই ভুমিতেও কোন বিভাগ পাইতে পারে না। বাদীর দাবিকৃত কথিত বায়নানামা মূলে কোন লেনদেন হয়নি এবং নালিশী জমি ৫ নং বিবাদী বাদীর বরাবরে কোন দখল অর্পণ করেননি। ১ নং বিবাদী ও তার স্ত্রী নালিশী বাড়িভিটি ও পুকুর নিজ মৌরশী ও খরিদা ভুমি একত্রে শরীকানদের সহিত ভোগদখলে আছে বিধায় পার্টিশান এ্যাক্টের ৪ ধারা এখানে প্রযোজ্য হবে না।

৯) **বাদীপক্ষের মোকদ্দমাকে অস্বীকারপূর্বক ৬ নং বিবাদী পক্ষ লিখিত জবাব দাখিল করেছেন। উক্ত বিবাদীপক্ষের মোকদ্দমার বিবরণ সংক্ষেপে এই যে**

বি এস ২২৩৬ খতিয়ানের রায়ত মোহাম্মদ শরীফ মরনে ২ কন্যা জান্নাতুল ফেরদাউস ও হোসনেয়ারা বেগম ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। তারা গত ২৫/০৭/২০১২ ইং তারিখে ২৭৭৯ নং কবলা মুলে নালিশী দাগাদির আন্দরে ৪ শতক ভুমি ১ নং বিবাদীর স্ত্রী রাশেদা বেগমের নিকট বিক্রয় করেন। পরবর্তীতে তাহার নামে নামজারি খতিয়ান সৃজন করেন। হোল্ডিং পৃথক হওয়ায় বাদীগণ তথায় শরীকদার নহেন, যার কারনে অত্র বিবাদীর খরিদা ভুমি বিষয়ে বাই আপ পাবার অধিকারী নন। ১ নং বিবাদী ও তার স্ত্রী নালিশী বাড়ি ভিটি, ও পুকুরে নিজ মৌরশী ও খরিদা ভুমি একত্রে শরীকানদের সাথে শান্তিপূর্ণ ভোগদখলে আছে বিধায় বিভাগ আইনের ৪ ধারা প্রযোহ্য নহে।

১০) ১/৬ নং বিবাদীগণ অতিরিক্ত বর্ণনায় আরো উল্লেখ করেন যে, বাদী ছবুরা খাতুন ২০-০৫-১৯৯৫ ইং তারিখে ১১৩০/১১৩১ নং কবলা মূলে রোশনারা বেগম ও মনোয়ারা বেগম এর নিকট ১১৮১৪ দাগের আন্দরে তৎ বি এস ২২০৬ নং খতিয়ানের ২৩৫০১ দাগের আন্দরে (২ + ২) = ৪ শতক জমি হস্তান্তর করেন। বাদী উক্ত বিক্রয়ের বিষয়টি গোপন রাখিয়াছে। অত্র বিবাদী বিগত ২৯-০১-২০১৯ ইং তারিখে উক্ত দলিলাদির সহিমুহুরী নকল প্রাপ্তে বিষয়টি অবগত হন। বাদীর দাবিকৃত ভুমি ও তফসিল সঠিক নহে। সার্বিক অবস্থা বিবেচনায় বিবাদীপক্ষ মোকদ্দমা খারিজাদেশের প্রার্থনা করেন।

বিচার্য বিষয় সমূহ ঃ

(১১) অত্র মোকদ্দমাটি সুষ্ঠু নিষ্পত্তির স্বার্থে আদালত কতৃক নিম্নলিখিত বিষযসমূহ বিচার্য বিষয় হিসাবে নির্ধারন করা হলো।

১) অত্র মোকদ্দমা বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলতে পারে কি না?
২) অত্র মোকদ্দমা বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলতে পারে কিনা ?
৩) অত্র মোকদ্দমা তামাদি দ্বারা বারিত কি না?
৪) অত্র মোকদ্দমা পক্ষ দোষে দুষ্ট কি না ?
৫) নালিশী জমিতে বাদী পক্ষের কোন স্বত্ব স্বার্থ আছে কি না ?
৬) বাদীপক্ষ নালিশী ভুমি বাই আপ পাইতে হকদার কিনা ?
৭) বাদীপক্ষ প্রার্থীতমতে বাটোয়ারার ডিক্রি পেতে হকদার কি না ?

উপস্থাপিত সাক্ষ্য ঃ

(১২) মামলা প্রমাণার্থে বাদীপক্ষ ০২ জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেছেন। যথা ঃ **মোঃ তৈয়ব (P.W.1), ও মোঃ নুরুল আফসার (P.W.2)** অন্যদিকে, বিবাদীপক্ষ মোট ০২ জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেছেন। যথা ঃ **রাশেদা বেগম (D.W.1) ও মোঃ জাহাঙ্গীর কবির চৌধুরী (D.W.2)** । **১(খ) নম্বর বাদী মোঃ তৈয়ব (P.W.1)** এবং ৬ নম্বর বিবাদী **রাশেদা বেগম (D.W.1)** জবানবন্দি প্রদান করত যথাক্রমে আরজী ও লিখিত জবাবে উল্লেখিত বক্তব্যকে পরস্পর সমর্থন করেছেন।

সাক্ষ্যগ্রহণ কালে বাদীপক্ষে নিম্নবর্নিত দলিলাদি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

১। আর এস ২০৭০ ও বি এস ২২৩৬ নং খতিয়ানের সি.সি	প্রদর্শনী ১, ১(ক)

২। ১৩/০১/২০১০ ইং তারিখের ১০৯ নং কবলার সি.সি	প্রদর্শনী ২
৩। ২৬/০১/২০০৭ ইং তারিখের বায়নাপত্রের দরখাস্ত	প্রদর্শনী ৩

(১৩) সাক্ষ্যগ্রহণ কালে বিবাদীপক্ষে নিম্নবর্নিত দলিলাদি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

১। আর এস ২০৭০ , ২০৭০/১; ও বি এস ২২৩৬ ; ৪৩৮ নং খতিয়ানের সি.সি, নামজারি ৪৬৪৫ , ৫৬১৯ , ৫০২৫ , ডি.সি আর ০২ ফর্দ মোট ১২ ফর্দ।	ক(১)- ক(৯)
২। ১০৯/২০১০ ও ২৭৭৯/২০১১ নং কবলার সি.সি	প্রদর্শনী খ(১), খ(২)

অত্র মামলার **আদেশ নং ৮৪ তারিখ ৩০/০১/২০১৯ ইং পর্যালোচনায় দেখা যায়, বিবাদীপক্ষের জবাব সংশোধনীর প্রেক্ষিতে ২০/০৫/১৯৯৫ ইং তারিখের ১১৩০ নম্বর দলিল এবং একই তারিখের ১১৩১ নম্বর দলিল দুইটি দলিল দাখিল করা হলেও বিচারামলে উক্ত দলিল দুইটি প্রদর্শিত হয়নি। অত্র আদালতের সহজাত ক্ষমতায় ন্যায় বিচারের স্বার্থে ১১৩০ নম্বর দলিল টি কোর্ট প্রদর্শনী-I ও ১১৩১ নম্বর দলিল টি কোর্ট প্রদর্শনী-II হিসাবে চিহ্নিত করা হলো।**

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

(১৪) বিচার্য বিষয় নম্বর ১, ২ ও ৩ ঃ

" অত্র মোকদ্দমা বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলতে পারে কি না ?"

" অত্র মোকদ্দমা দায়েরে কারন উদ্ভব হয়েছে কিনা ?"

" অত্র মোকদ্দমা তামাদিদোষগত কারণে বারিত কি না ?"

উপরিল্লিখিত বিচার্য বিষয়ত্রয় পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিধায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের সুবিধার্থে একত্রে নেওয়া হলো।

বিবাদীপক্ষ তার লিখিত বর্ণনায় অত্র মামলা বর্তমান আকারে ও প্রকারে রক্ষনীয় নয় মর্মে দাবি করেছেন। কিন্তু উক্ত দাবির সমর্থনে বিবাদীপক্ষে কোন সাক্ষ্যপ্রমান সন্নিবেশিত হয়নি। আরজি, জবাব ও নথিতে সন্নিবেশিত সাক্ষ্যপ্রমান পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয়েছে যে অত্র মামলাটি সম্পূর্ন দেওয়ানী প্রকৃতির এবং অত্রাদালতের মোকদ্দমাটি বিচারে কোন ধরনের আইনী প্রতিবন্ধকতা নেই। অধিকন্তু অত্র মামলাটি বিভাগের প্রার্থনায় আনীত। বাদী ও বিবাদী উভয়পক্ষ নালিশী সম্পত্তি এজমালিতে ভোগদখলের সমর্থনে তাদের স্বপক্ষে দালিলিক প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। উক্ত প্রেক্ষিতে মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে রক্ষনীয় মর্মে বিবেচনা করি।

(১৫) বাদীপক্ষের দাখিলী আরজি বক্তব্য হতে মোকদ্দমা দায়েরের যথেষ্ট কারন প্রকাশ পেয়েছে। বাদীপক্ষের আরজি বর্নিতমতে ২৫/০১/২০১০ ইং তারিখে তর্কিত ১০৯ নম্বর কবলার সহিমুহুরী নকল প্রাপ্ত হয়ে বাদিনী কথিত খরিদের বিষয়ে সম্যক অবগত হয়। পরবর্তীতে ২৭/০১/২০১০ ইং তারিখে বিবাদীগণ হতে নালিশী সম্পত্তির বিভাগ ও বাই-আপ এর দাবি করলে বিবাদীপক্ষ তাহা প্রত্যাখ্যান করে। যার প্রেক্ষিতে অত্র মোকদ্দমার রুজুর কারন উদ্ভব হয়।

আরজি, জবাব পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, বাদী ও বিবাদীপক্ষ এজমালিতে নালিশী সম্পত্তিতে ভোগদখলে আছে। অত্র মামলা রুজুর পূর্বে তাদের মধ্যে সুচিহ্নিত সীমানা দ্বারা কোন ধরনের বিভাজন হয়নি।

এখন , ইহা বাদীর মামলা যে, বাদীপক্ষ ২৭/০১/২০১০ ইং তারিখে বিবাদীপক্ষের নিকট নালিশী সম্পত্তির বিভাগ ও বাই আপ এর দাবি করলে বিবাদীগণ তা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন। অন্যদিকে বিবাদীপক্ষের দাবি হলো বাদী কখনো সম্পত্তি বাটোয়ারার প্রস্তাব করেননি। উভয়পক্ষ এ বিষয়ে তাদের নিজ নিজ দাবি প্রমানার্থে কোন যুক্তিযুক্ত প্রমাণ যোগ করেননি। তবে যে বিষয়টি সামনে আসে তা হলো, উভয়পক্ষ এরুপ প্রত্যাশা করে যে, নালিশী সম্পত্তি তাদের নিজ নিজ অংশমতে যাতে বিভাজন হয়। উভয়পক্ষের আচরণ হতে ইহা পরিস্কার যে, তারা নিজেদের মধ্যে আপোষমতে নালিশী সম্পত্তি বিভাজন করিতে সমর্থ হননি। সুতরাং অত্র মামলাটি রুজুর পেছনে যথেষ্ঠ কারন বিদ্যমান ছিল মর্মে আমি বিবেচনা করি।

(১৬) বিবাদীপক্ষ তার লিখিত জবাবে অত্র মামলাটি তামাদি দোষে বারিত মর্মে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। কিন্তু বিচারামলে সাক্ষ্যগ্রহণকালে তামাদির প্রশ্নটি বিবাদীপক্ষ হতে একেবারে উত্থাপিত হয়নি। দেখা যায় যে, বিগত ২৭/০১/২০১০ ইং তারিখে অত্র মামলার কারন উদ্ভব হয় এবং ১৬/০২/২০১০ ইং তারিখে মোকদ্দমাটি রুজু হয় যা বিধিবদ্ধ তামাদি সময়সীমার মধ্যেই হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। সুতরাং অত্র মামলাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে রক্ষনীয়; তামাদি দ্বারা বারিত নয় এবং মোকদ্দমা রুজুর যথেষ্ট কারন বিদ্যমান রয়েছে। উক্ত প্রেক্ষিত বর্নিত ইস্যুত্রয় বাদীপক্ষের অনুকুলে নিষ্পত্তি করা হলো।

(১৭) বিচার্য বিষয় নম্বর ৪, ৫ ঃ

" অত্র মোকদ্দমা পক্ষ দোষে দুষ্ট কি না? "

" নালিশী জমিতে বাদী পক্ষের কোন স্বত্ব স্বার্থ আছে কি না ?"

উভয়পক্ষের সাক্ষ্য প্রমান অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে পর্যালোচনা করে দেখা যায় , ১(খ) নং বাদী মোঃ তৈয়ব P.W.1 হিসাবে সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। তার দাখিলীয় আর এস-২০৭০ নং খতিয়ান (প্রদর্শনী-১) হতে দেখা যায়, উক্ত খতিয়ানে ৩৪ শতক ভুমির একক মালিক ছিলেন আহম্মদর রহমান। উভয়পক্ষের স্বীকৃতমতে, আহমাদুর রহমানের মৃত্যুতে ১ম স্ত্রীর পুত্র হাবিবুর রহমান, ২য় স্ত্রী গোলবানু এবং তৎ গর্ভজাত ০২ কন্যা অত্র মামলার বাদী ছবুরা খাতুন ও আয়শা খাতুন ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। মুসলিম ফারায়েজ মতে, পুত্র হাবিবুর রহমান $\frac{১৪}{৩২}$ অংশ, কন্যা আয়শা খাতুন $\frac{৭}{৩২}$ ও ছবুরা খাতুন $\frac{৭}{৩২}$ অংশ এবং স্ত্রী গোলবানু $\frac{৪}{৩২}$ অংশ প্রাপ্ত হয়।

(১৮) P.W.1 আরজি ও জবানবন্দিতে দাবি করেছে যে, মাতা গোলবানুর জীবদ্দশায় কন্যা আয়শা খাতুনের মৃত্যু হয়, যেকারনে তার অংশ হতে মাতা গোলবানু $\frac{১}{৬}$ অংশ লাভ করে। আয়শা খাতুনের অবশিষ্ট $\frac{৫}{৬}$ অংশ পুত্র মোহাম্মদ শরীফ ও কন্যা রাফিয়া প্রাপ্ত হয়। বিবাদীপক্ষ এ বিষয়টি সরাসরি অস্বীকার করেননি। প্রতীয়মান হয় যে গোলবানু তাহার মৃত কন্যা আয়শা খাতুন হতে প্রাপ্ত $\frac{১}{৬}$ অংশ সহ সর্বমোট $\frac{৩১}{১৯২}$ অংশের মালিকানা অর্জন করেন। অংশ অনুযায়ী, গোলবানুর প্রাপ্ত ভুমির পরিমান দাঁড়ায় ৫.৪৮ শতক।

(১৯) বাদীপক্ষ দাবি করেন যে, গোলবানুর মৃত্যুতে বাদী ছবুরা খাতুন কন্যা হিসাবে গোলবানুর স্বত্ব লাভ করেন। কিন্তু বাদীপক্ষের এরুপ দাবি সঠিক নয়। কেননা বাদীর স্বীকৃতমতে, অপর মৃত কন্যা আয়শা খাতুন এর এক পুত্র মোহাম্মদ শরীফ ও কন্যা রাফিয়া জীবিত আছে। তারা উভয়ে ১৯৬১ সনের মুসলিম পারিবারিক অধ্যাদেশ আইন অনুসারে প্রতিনিধিত্ব নীতি

অনুযায়ী সম্পত্তি প্রাপ্ত হবেন। গোলবানুর অপর কোন অবশিষ্টাংশভোগী বা দূরবর্তী আত্মীয় ওয়ারীশ বিদ্যমান না থাকায় কন্যা ছবুরা খাতুন $\frac{১}{২}$ অংশ প্রাপ্ত হবেন (রাদ বা প্রত্যর্পন নীতি মেনে)। অবশিষ্ট $\frac{১}{২}$ অংশ অপর মৃত কন্যা আয়শা খাতুনের ওয়ারীশরা প্রতিনিধিত্ব নীতি অনুসারে প্রাপ্ত হবে। সে হিসাবে ছবুরা খাতুন এর প্রাপ্ত অংশ হয় $\frac{৩১}{৩৮৪}$ বা ২.৭৪ শতক। সুতরাং বাদী সবুরা খাতুন তাহার নিজ অংশ ও মাতা হতে প্রাপ্ত অংশ মিলে সর্বমোট (৭.৪৩ + ২.৭৪) = ১০.১৭ শতক ভূমি প্রাপ্ত হবেন মর্মে প্রতীয়মান হয়।

(২০) বাদীপক্ষ দাবি করেছে যে, মোহাম্মদ শরীফ এর ওয়ারীশ ২/৩ নং বিবাদী তাহাদের স্বত্ব এবং বৈমাত্রেয় ভ্রাতা হাবিবর রহমান এর মৃত পুত্রের কন্যা তাহেরা বেগম তাহার স্বত্ব বাদী বরাবর আপোষে ত্যাগ করেছে। উক্ত প্রেক্ষিতে বাদী, ওয়ারীশ সূত্রে এবং আপোষমূলে প্রাপ্ত ভূমি সহ সর্বমোট $\frac{১৭}{২৪}$ অংশে ২৪ শতক ভূমির সাহাম পাবার হকদার মর্মে দাবি করেছেন। কিন্তু বাদী এরুপ দাবির কোন আইনগত ভিত্তি নেই। বাদীর বরাবর আপোষে হস্তান্তরের সমর্থনে কোন দালিলিক প্রমান বাদীপক্ষ উপস্থাপন করতে পারেননি। আপোষমূলে প্রাপ্ত উক্তরুপ ভূমিতে বাদীর কোন স্বত্ব স্বার্থ অর্জিত হবে না। এছাড়া বাদীপক্ষ প্রদ- ৩ , ২৬/০১/২০০৭ ইং অরেজিষ্ট্রি বায়নাপত্র মূলে সম্পত্তি দাবি করলে উহা দ্বারা বাদীর কোন স্বত্ব বা স্বার্থ সৃষ্টি হয়নি। বাদী শুধুমাত্র ওয়ারীশসূত্রে প্রাপ্ত ১০.১৭ শতক ভূমিতে স্বত্ববান হবেন মর্মে আমি বিবেচনা করি।

(২১) এ দিকে বিবাদীপক্ষ দাবি করেছেন যে, বাদী ছবুরা খাতুন বিগত ২০/০৫/১৯৯৫ ইং তারিখে ১১৩০ ও ১১৩১ নং দুইটি কবলামূলে নালিশী আর এস ১১৮৮৪ দাগ তৎসামিল বি এস ২৩৫০১ দাগের আন্দরে (২+২) =৪ শতক ভূমি যথাক্রমে রোশনারা বেগম ও মনোয়ারা বেগম এর নিকট হস্তান্তর করিয়াছে যা বাদী অত্র মামলায় গোপন করিয়াছে এবং উক্ত সহ-অংশীদার দের অত্র মামলায় পক্ষভূক্ত করেননি। **কোর্ট প্রদর্শনী-I ও কোর্ট প্রদর্শনী-II** পর্যালোচনায় উক্ত দাবির সত্যতা প্রতীয়মান হয়। সার্বিক বিচেনায়, বাদী ছবুরা খাতুন তাহার হস্তান্তরিত ৪ শতক ভূমি বাদে অবশিষ্ট (১০.১৭-৪.০০) = ৬.১৭ শতক ভূমিতে স্বত্ববান মর্মে প্রতীয়মান হয়।

(২২) বিবাদীপক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলি যুক্তিতর্ক উপস্থাপনকালে নিবেদন করেন যে, অত্র মামলাটি পক্ষদোষে বারিত। কেননা ১৯৯৫ সনে বাদী ৪ শতক ভূমি রোশনারা বেগম ও মনোয়ারা বেগম বরাবর হস্তান্তর করিলেও তাদের কে এ মামলায় পক্ষভূক্ত করেননি। বিবাদীপক্ষ কর্তৃক দাখিলী ৩০/০১/২০১৯ ইং তারিখের অতিরিক্ত বর্ণনার প্রেক্ষিতে বাদীপক্ষ উক্ত রোশনারা বেগম ও মনোয়ারা বেগম কে পক্ষ করার যথেষ্ট সুযোগ ও সময় পেলেও তাদেরকে ইচ্ছাকৃতভাবে পক্ষভূক্ত করেননি মর্মে প্রতীয়মান হয়। বিভাগের মামলায় সকল সহ-অংশীদারদের পক্ষভূক্ত করার বাধ্যবাধকতা থাকলেও বাদীপক্ষ তাদের কে পক্ষভূক্ত করেননি। সুতরাং অত্র মামলাটি পক্ষদোষে দুষ্ট মর্মে আমি বিবেচনা করি। **সার্বিক পর্যালোচনার প্রেক্ষিতে আলোচ্য বিচার্য বিষয় নং ৪ বাদীপক্ষের প্রতিকূলে এবং বিচার্য বিষয় নম্বর ৫ বাদীপক্ষের অনুকূলে আংশিক নিষ্পত্তি করা হলো।**

(২৩) বিচার্য বিষয় নম্বর ৬ ঃ

" বাদীপক্ষ নালিশী ভূমি বাই আপ পাইতে হকদার কিনা ? "

বাদীপক্ষের দাখিলী আরজি পর্যালোচনায় দেখা যায় , বাদীপক্ষ আরজির ১(ক) তফসিল বর্নিত ১০ শতক এবং ১(গ) তফসিল বর্নিত ৪ শতক সম্পত্তি বাবদ **Partition Act** এর ৪ ধারা মোতাবেক **Buy up** বাই আপ এর প্রার্থনা করেছেন।

মূল আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে **Partition Act** এর ৪ ধারা দেখে নেওয়া যাক। উক্ত ধারা মতে,

" where a share of a dewlling–house belonging to an undivided family has been transferred to a person who is not a member of the family being a shareholder shall

undertake to buy the share of such transferee, make a valuation of such share in such manner as it thinks fit and direct the sale of such share to shuch shareholder, and may give all necessary and proper direction in that behalf ”

(২৪) **মোঃ হাবিবুল্লাহ বনাম মৌলভী সালেহ চৌধুরী (১৯৬৮) ২০ ডি এল আর ৪৮৯** মামলায় উপরিবর্নিত ৪ ধারা এর সুবিধা পেতে হলে অবশ্যই নিম্ন বর্নিত শর্তসমূহ পূরণ হতে হবে-

১) সম্পত্তিটি অবশ্যই বসতবাড়ি হতে হবে ;

২) ইহা অবশ্যই অবিভক্ত পরিবারের মালিকানাধীন হতে হবে ;

৩) বসতবাড়ির একটি অংশ হস্তান্তরিত হতে হবে ;

৪) অবিভক্ত বসতবাড়ির সদস্য নয় এমন ব্যাক্তি কর্তৃক হস্তান্তর গ্রহন ;

৫) অবশ্যই একটি বাটোয়ারা মামলা চলতে থাকা ;

৬) উক্ত পরিবারের এক বা একাধিক সদস্য কর্তৃক আগুন্তকের নিকট হস্তান্তরিত অংশ ক্রয়ের উদ্যেগ গ্রহণ করতে হবে।

প্রদর্শনী-১ আর এস খতিয়ান নং ২০৭০ হতে দেখা যায় , উক্ত খতিয়ানের আর এস ১১৮১১ দাগে ১২ শতক (পুকুর), আর এস ১১৮১৪ দাগে ২৩ শতক (বাড়ি) এবং আর এস ১১৮৪৬ দাগে ১২ শতক (বাঁশ বাগান) ভুমি হয়। আর এস ১১৮১৪ দাগে ২৩ শতক বাড়ি রকম ভুমি মধ্যে আহমাদুর রহমান এর নামে ১২ শতক ভুমি রেকর্ড হয়। বিবাদীপক্ষ কর্তৃক দাখিলী **প্রদর্শনী- ক/১**, হতে দেখা যায়, আর এস ১১৮১৪ দাগের অবশিষ্ট ১১ শতক ভুমি অপর আর এস ২০৭০/১ নং খতিয়ানভুক্ত হয়, যাহার মালিক ছিলেন অছিউদ্দিনের পুত্র কালা মিঞা। অর্থাত আর এস ১১৮১৪ দাগের বাড়ি রকম ভুমি দুইটি খতিয়ানে বিভক্ত হয়।

(২৫) বাদীপক্ষের দাবিমতে, আর এস রেকডী আহমাদুর রহমান এর মৃত্যুতে ১ম স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র হাবিবুর রহমান এবং ২য় স্ত্রী গোলবানু এবং ২য় স্ত্রীর গভজার্ত দুই কন্যা আয়শা খাতুন ও বাদিনী ছবুরা খাতুন ওয়ারীশ হন। হাবিবুর রহমান এর এক পুত্র আহমদ ছফা, স্ত্রী নূর বানু ও কন্যা নূর নাহার ছিল। উক্ত হাবিবুর রহমান এর জীবদ্দশায় পুত্র আহমদ ছফার মৃত্যুতে তদীয় কন্যা তাহেরা বেগম তাহার অংশ প্রাপ্ত হয় মর্মে দাবি করা হয়েছে। কিন্তু বিবাদীপক্ষের দাবিমতে, হাবিবুর রহমান তাহার জীবদ্দশায় ২২/০৩/১৯৫৪ ইং তারিখ ও ৩১/০৩/১৯৫৪ ইং তারিখে সম্পাদিত কবলা মূলে তৎ স্বত্ব স্ত্রী নূর বানু বরাবর হস্তান্তর করেন। বাদীপক্ষে দাখিলী দলিল **প্রদর্শনী-২** এর গর্ভে বর্নিত মতে উহার সত্যতা প্রতীয়মান হয়। **প্রদর্শনী- ১(ক)** বি এস ২২৩৬ খতিয়ান নূর বানুর নামে প্রচার থাকা উক্ত বিষয়টি প্রমান করে।

বিবাদীপক্ষের দাবিমতে নূর বানুর মৃত্যুতে কন্যা নূর নাহার স্বত্ব লাভ করেন। প্রদর্শনী-২ হতে প্রতীয়মান হয় যে, নূর নাহার বিগত ১৩/০১/২০১০ ইং তারিখে ১০৯ নং কবলা মুলে নালিশী দাগে ১০ শতক ভুমি ১ নং বিবাদী আবুল কালাম বরাবর হস্তান্তর করেন। প্রদর্শনী-খ(২) হতে দেখা যায়, বি এস রেকর্ডী মোঃ শরীফ এর কন্যা জান্নাতুল ফেরদৌস বিগত ২৫/০৭/২০১১ ইং তারিখে নালিশী দাগে ৪ শতক ভুমি ১ নং বিবাদীর স্ত্রী ৬ নং বিবাদী মোসাম্মৎ রাশেদা বেগম বরাবর হস্তান্তর করেন। সার্বিক পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, ১ ও ৬ নং বিবাদী স্বামী-স্ত্রী নালিশী দাগ ভুমিতে (১০+৪)= ১৪ শতক ভুমিতে খরিদসূত্রে সহ-অংশীদার হন।

(২৬) এখন, আলোচনার বিষয় হলো উক্ত (১০+ ৪)= ১৪ শতকের খরিদ্দার ১ ও ৬ নং বিবাদী বিক্রিত বসতবাড়ি ভুমিতে আগুন্তক হন কিনা ?

প্রদর্শনী-২ হতে দেখা যায়, ১ নং বিবাদী নালিশী আর এস ২০৭০ খতিয়ানের আর এস ১১৮১১ দাগে পুকুর এ ১.৫০ শতক, ১১৮১৪ দাগে বাড়ি রকম ভুমিতে ৬ শতক এবং ১১৮৪৬ দাগে খাই রকম ভুমিতে ২.৫০ শতক মিলে সর্বমোট ১০ শতক খরিদ করেছেন। আর এস ১১৮১৪ দাগে মোট ২৩ শতক বাড়ি রকম ভুমির মধ্যে ১২ শতক ভুমির মালিক ছিলেন আহমাদুর

রহমান এবং বাকি ১১ শতক ভূমির মালিক ছিলেন কালা মিয়া। আর এস ২০৭০ ও ২০৭০/১ নং খতিয়ান প্রদর্শনী- ১ ও প্রদর্শনী-ক(১) হতে উহা প্রমাণিত। প্রদর্শনী- ক(৩) বি এস ৪৩৮ খতিয়ান দ্বারা ইহা প্রমাণিত যে, নালিশী ১১৮১৪ দাগের ২৩ শতক বাড়ি ভূমিতে আহমাদুর রহমান ও কালা মিয়া উভয়ে শরীকদার ছিলেন। বিবাদীপক্ষ নালিশী ১১৮১১ দাগে ১২ শতক পুনী ভূমির মধ্যে ০২ শতক কালা মিয়ার অপর আর এস ১৩২০ নং খতিয়ানে প্রচার আছে বলে দাবি করিলেও, উক্ত খতিয়ান আদালতে দাখিল করেননি। সুতরাং পুকুরের ভূমিতে বিবাদীপক্ষ মৌরসীসূত্রে শরীকদার হন এরুপ দাবি সঠিক নয় মর্মে প্রতীয়মান হয়।

(২৭) স্বীকৃতমতে, বি এস রেকর্ডী আবদুল হাকিম এর পুত্র ১ নং বিবাদী হয়। বিবাদীপক্ষ নালিশী তফসিলী ভূমিতে ১ নং বিবাদীর পৈত্রিক বসতভিটি আছে এবং পিতার আমল থেকে সেখানে বসবাস করে আসছেন মর্মে দাবি করেছেন। প্রদর্শনী-ক(৩) বি এস ৪৩৮ খতিয়ান দ্বারা বিবাদীপক্ষের এরুপ দাবির সত্যতা প্রতীয়মান হয়। বাদীপক্ষের সাক্ষী P.W.1 জেরাতে স্বীকার করেছেন যে, ১ নং বিবাদী আবুল কালাম এর ঘর তাদের ঘরের পাশাপাশি। এছাড়া এই সাক্ষী আরো স্বীকার করেছেন যে, নালিশী পুকুর এজমালি। বাদী-বিবাদী সকলে উক্ত পুকুর ব্যবহার করেন। প্রতীয়মান হয় যে, ১ নং বাদী নালিশী বাড়ি রকম দাগ ভূমিতে পিতার আমল থেকে বসবাস করে আসছেন। সেই সাথে নালিশী পুকুরও এজমালিতে ভোগদখল করছেন। এরুপ অবস্থায় ১ নং বিবাদী কোনভাবেই নালিশী দাগভূমিতে আগুন্তক নন। ১ নং বিবাদী নালিশী বাড়ি রকম ভূমির দাগে ওয়ারীশ ও খরিদসূত্রে শরিকদার হন মর্মে প্রতীয়মান হয়। যেহেতু ৬ নং বিবাদী ও ১ নং বিবাদী পরস্পর স্বামী-স্ত্রী, সেহিসাবে ৬ নং বিবাদীকেও আগুন্তক দাবি করার কোন সুযোগ নেই।

সার্বিক পর্যালোচনায়, নালিশী ১(খ) ও ১(গ) তফসিল বর্নিত সম্পত্তির খরিদ্দারগণ নালিশী দাগ ভূমিতে অনুপ্রবেশকারী বা আগুন্তক নন বিধায় বাদীর **Buy up** বাই আপ প্রার্থনা নামঞ্জুরযোগ্য হয় মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হলো।

(২৮) বিচার্য বিষয় নম্বর ৭ ঃ

" বাদীপক্ষ প্রার্থীতমতে বাটোয়ারার ডিক্রি পেতে হকদার কি না ?"

বাদীপক্ষ ওয়ারীশ সূত্রে এবং আপোষমূলে সর্বমোট $\frac{১৭}{২৪}$ অংশে ২৪ শতক ভূমির সাহাম দাবি করলেও বাদিনী শুধুমাত্র ওয়ারীশসূত্রে প্রাপ্ত ১০.১৭ শতক ভূমিতে স্বত্ববান আছেন মর্মে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু উক্ত সম্পত্তি থেকে ৪ শতক ভূমি যথাক্রমে রোশনারা বেগম ও মনোয়ারা বেগম এর নিকট হস্তান্তর করায় অবশিষ্ট (১০.১৭-৪.০০) = ৬.১৭ শতক ভূমিতে বাদিনী সাহাম পাবার অধিকারী বলে আমি মনে করি। তবে উক্ত রোশনারা বেগম ও মনোয়ারা বেগম অত্র মামলায় প্রয়োজনীয় পক্ষ হওয়া স্বত্বেও তাদেরকে বাদীপক্ষ পক্ষভুক্ত করেননি। সাধারণত বিভাগের মামলায় বিরোধীয় সম্পত্তিতে যে সকল ব্যাক্তির স্বত্ব স্বার্থ জড়িত থাকবে, তাদের কে অবশ্যই মামলার সম্পূর্ন ও কার্যকর নিষ্পত্তির স্বার্থে পক্ষ হিসাবে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।

অত্র মামলায় বাদীর কাছ থেকে পূর্ব খরিদ্দার রোশনারা বেগম ও মনোয়ারা বেগম কে বাদী পক্ষভুক্ত না করায় মামলাটি পক্ষদোষে বারিত। এ বিষয়ে মহামান্য আপীল বিভাগের সিদ্ধান্ত হলো বাটোয়ারা মামলায় সকল সহ-অংশীদার দের পক্ষভুক্ত করা না হলে মামলাটি খারিজ হইবে।

In a partition suit, failure to implead all the co-sharers renders the suit liable for dismissal. [6 BLD (AD) 109 , 37 DLR (AD) 216]

সার্বিক বিবেচনায় বাদী অত্র মামলায় ৬.১৭ শতক ভূমি বাবদ সাহাম পাবার অধিকারী হলেও পক্ষদোষ থাকায় বাদীপক্ষ প্রার্থীতমতে বাটোয়ারার ডিক্রি পেতে হকদার নন মর্মে আমি মনে করি। সুতরাং অত্র মোকদ্দমা খারিজযোগ্য।

প্রদত্ত কোর্ট ফি সঠিক।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

বাটোয়ারার ডিক্রি ও বাই আপ এর প্রার্থনায় আনীত অত্র মোকদ্দমা ১ - ৬ নম্বর বিবাদীগণের বিরুদ্ধে দোতরফাসূত্রে এবং অবশিষ্ট বিবাদীগণের বিরুদ্ধে একতরফাসূত্রে বিনাখরচায় খারিজ করা হলো।

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
বোয়ালখালী সহকারী জজ আদালত,
পটিয়া, চট্টগ্রাম

(মোঃ হাসান জামান)
সিনিয়র সহকারী জজ
বোয়ালখালী সহকারী জজ আদালত,
পটিয়া, চট্টগ্রাম।